

রোজা ২ প্রকার

নফল: এছাড়া অন্যান্য
রোজা

ওয়াজিব : রমজান, কাফ্যারা, মানতের
রোজা

রোজার পরিচয়

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে খাওয়া, পান করা ও যাবতীয় রোজা ভঙ্গকারী কাজ থেকে বিরত থাকাকে রোজা বলে।

রোজার রোকন দুইটি

১- নিয়্যত করা

২

। রোজা ভঙ্গকারী
কাজসমূহ থেকে
বিরত থাকা।



নফল রোজার নিয়্যত

ফজরের পর থেকে রোজা
ভঙ্গকারী কোন কাজ না করা
অবস্থায় দিনের যেকোন সময়ে
নিয়্যত করলেই তা বিশুদ্ধ হবে।
কিন্তু নিয়্যত করার পর থেকেই
সাওয়াব শুরু হবে।

ফরজ রোজার নিয়্যত

রাত থাকতেই অর্থাৎ ফজরের পূর্বেই ফরজ
রোজার নিয়্যত করতে হবে। রমজানের
রোজার ক্ষেত্রে মাস শুরু হওয়ার সাথেই
নিয়্যত করলে যথেষ্ট হবে। নিয়্যতের স্থান হচ্ছে
অন্তর, মুখে উচ্চারণ করা বিদআত।

রোজাদারের জন্য বৈধ
কতিপয় কাজ:

- প্রয়োজনে খাদ্যের
স্বাদ নেয়া।
- থুথু/লালা গিলে ফেলা।
- গোসল করা।
- মেসওয়াব করা।
- সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- শরীর ঠান্ডা করা।

১। ইচ্ছাকৃত খাওয়া বা পান করা, তবে ভুল করে করলে
বিশুদ্ধ হবে। ২। সহবাস করা, ফরজ রোজা অবস্থায় দিনের
বেলা সহবাস করলে কঠিন কাফ্যারা দেয়া ওয়াজিব।

৩। ইচ্ছাকৃত বীজপাত ঘটানো।

৪। খাওয়া ও পান করার অর্থবোধক কোন কিছু করা, যেমন: খাদ্য স্যালাইন ইনজেকশন করা।

৫। শিংগা লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা।

৬। ইচ্ছাকৃত বমি করা। ৭। হায়েজ ও নেফাসের রক্ত বের হওয়া।

রোজা বিনষ্টকারী
কাজ সমূহ:

রোজা ওয়াজিব হওয়ার
শর্ত সমূহ:

১। ইসলাম।

২। মস্তিষ্ক ঠিক থাকা।

৩। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোজার উপর উৎসাহিত করতে হবে, তার অভিভাবক তাকে এই
কাজের নির্দেশ দিবে।

৪। গৃহ/এলাকায় অবস্থান করা, সুতরাং মুসাফিরের উপর রোজা ফরজ নয়, উত্তম হচ্ছে কষ্ট না হলে রোজা রাখা,
কেননা নাবী ﷺ এরূপ করেছেন, তাছাড়া এর মাধ্যমে দ্রুত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য
এটা আদায় করা সহজ হয় এবং নির্ধারিত মাসের ফজিলাতও অর্জিত হয়।

৫। শরীর সুস্থ থাকা।

৬। হায়েজ ও নেফাস থেকে মুক্ত থাকা।

রোজাদারের জন্য হারাম কাজ সমূহ:

- ১। কফ গিলে ফেলা, যদিও এর দ্বারা রোজা ভাঙবে না।
- ২। যে ব্যক্তির রোজা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে তার জন্য
চুম্বন করা। ৩। মিথ্যা কথা বলা (সকল হারাম কাজ এর অন্তর্ভুক্ত)।
- ৪। নির্লজ্জতা। ৫। সাওমে বিসাল, (অর্থাৎ লাগাতার দুইদিন ইফতার না করা)।

রোজার মাকরুহ সমূহ:

- ১। কুলি ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে
বাড়াবাড়ি করা।
- ২। অপ্রয়োজনে খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা।